দেশের দাবী

B. T. AGENCY.

সোসিয়েটেড্ ওরিয়েন্টাল ফিল্ম্ প্রডিউসার্সের চিত্র

আশুতোষ দাসের প্র

হাট থেয়েটার্সসোসিয়েটেড ওরিয়েন্টাল ফিল্ম প্রডি রচাঁদ আর তার পাইক

জয়ন্তকে … নদীর জলে।

প্রথম-শ্রদ্ধাঞ্জলি

দেশের দাবী

যতে শেষ-নিঃশ্বাস

…ব এই মনে

কাহিনী ও পরিচালনা :—সমর ঘোষ

স্থর-শিল্পী — রবি রায় চৌধুরী
চিত্র-শিল্পী — শচীন দাসগুপ্ত
মুরারী ঘোষ
শব্দ-যন্ত্রী — শিশির চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদনা ও টেক্‌নিক্যাল
উপদেষ্টা — রাজেন চৌধুরী
চিত্র-পরিদর্শনে — ধীরেন দাসগুপ্ত
দৃশ্য-সজ্জায় — সত্যেন রায়চৌধুরী
নৃত্য-পরিকল্পনা — পিটার গোমেস্
স্থির-চিত্রে — সত্য সান্যাল

তত্ত্বাবধায়ক — ভুতনাথ বিশ্বাস
গীতকার — ইন্দ্র সেন
স্থখময় ভট্টাচার্য্য
দেবনারায়ণ গুপ্ত
সজ্জাভূষণে — ফকির মহম্মদ
মদন বিশ্বাস
রসায়নাগারে — শম্ভু সাহা, সামান্ত রায়, ননী দাস, অমূল্য দাস, সরল চট্টোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপনা — হরিদাস চট্টোপাধ্যায়

সহকারীগণ ঃ

পরিচালনায় ঃ স্থনীল রঞ্জন দাস, তারাপদ ব্যানার্জ্জি ★ শব্দযন্ত্রে ঃ সন্তু বোস
চিত্রশিল্পে ঃ নির্ম্মল মুখোঃ, স্থবোধ বন্দোঃ ★ রূপসজ্জায় ঃ শক্তি সেন, স্থধীর দত্ত,
অক্ষয় বোস ★ সম্পাদনায় ঃ গোবর্দ্ধন অধিকারী, অমিয় মুখোপাধ্যায় ★ ব্যবস্থাপনায় ঃ
যুগল দাস, ক্ষিতীশ নাগ, জিতেন গাল ★ দৃশ্যসজ্জায় ঃ গৌর পোদ্দার, রমেশ অধিকারী

রূপায়ণে ঃ

জ্যোৎস্না, সাবিত্রী, প্রভা, নিভাননী,
বেলারাণী, মায়া, আশা, করালী, ঊষা
রাজলক্ষ্মী (ছোট), ভানু, বিপিন,
সন্তোষ, নবদ্বীপ, সাধন,
শৈলেন, প্রভাত, কেষ্টধন,
বিভূতি, বাদল, নকুল,
হরিদাস, মণি,
জিতেন, মুরারী,
শচীন, রবীন
মিহির
প্রভৃতি।

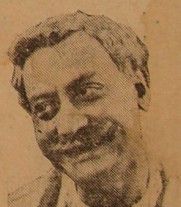

[ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত] [পরিবেশক ঃ কোয়ালিটী ফিল্মস্]

মূল্য দুই আনা মাত্র

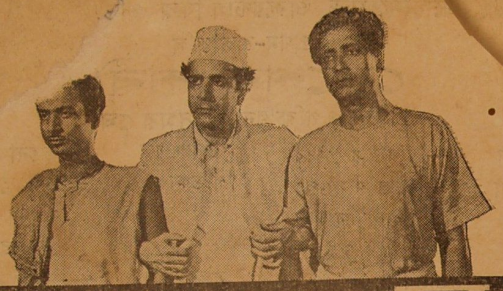

দেশের দাবী

ওদের দুজনকে দেখে মনে হ'ত, ওরা এক মায়েরই দুই সন্তান। ওরা মানে—জয়ন্ত আর ইউসুফ। সুখে—দুঃখে—আনন্দে—বেদনায়—কলহে—মিলনে ওরা ছিলো আরেকজনের ঠিক পাশে।

এরা ছাড়া ছিলো আরেকজন তার নাম মালতী,—ইউসুফের স্ত্রী মমতাজের সখী। মালতীর অসুস্থা মাকে দেখাশুনা ক'রত মমতাজ। গাঁয়ের নায়েব জনার্দ্দিনের নজর যে শুধু গরীব প্রজাদের ধনসম্পত্তির দিকেই ছিলো, এ কথা বল্লে মিথ্যে বলা হবে। মালতীর ওপর তার দৃষ্টি এড়ায়নি। গ্রামের পঞ্চায়েৎ এই জনার্দ্দন মালতীর বিবাহ-প্রস্তাবে মালতী একদিন স্পষ্ট কোরে জানালো তার অসম্মতি। জনার্দ্দন ফিরে গিয়ে তার দুষ্কার্য্যের নিত্য-সঙ্গী নদেরচাঁদের সঙ্গে পরামর্শ কোরে আরো পাঁচজনকে নিয়ে "এক-ঘরে" ক'রলে মালতী আর তার মাকে। অজুহাত ছিলো হাতের কাছেই। মালতীরা ব্রাহ্মণ এবং তার পীড়িতা মা যাকে আর কেউ সেবা ক'রতে এগিয়ে আসে নি, তাকেই দুধ—জল—আর অন্ন জুগিয়েছে যবণকন্যা মমতাজ, কাজেই জাত যেতে আর বাকী কি?

এই নাটকের আরম্ভ ঠিক এইখান থেকেই। মালতী আর তার মাকে যেমন সকলে ছেড়ে গেলো, তেমনি তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে একজন। তাকে সবাই জানতো 'অতুল-দা' বলে। আসল সে ছিলো স্থানীয় জমীদারের ভাগ্নে এবং সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। কিন্তু কেউ জানতো না তার এই আসল পরিচয়। এদের কাছে সে ছিলো আদর্শবাদ সাধারণ যুবক—যার কাজ ছিলো গাঁ থেকে জাতিভেদ, আর যত কুসংস্কার দূর করা।

অতুল, মালতীর নিরাশ্রয়-অবস্থার কথা শুনে তাদের পরিবারের বন্ধু হয়ে দাঁড়ালো। ওদিকে জয়ন্ত গেলো ধান বেচে টাকা আনতে— মালতীর মায়ের চিকিৎসা হবে। মালতীর মা ভালো হয়ে উঠ্‌লে, মালতীর সঙ্গে তার বিয়ে হবে।

হাট থেকে ফেরার পথে জনার্দ্দনের সাকরেদ নদেরচাঁদ আর তার পাইক জয়ন্তকে পেছন থেকে মাথায় লাঠি মেরে, ফেলে দিলো নদীর জলে।

জয়ন্তর ফেরার আশায় ব্যর্থ হয়ে বেশী দিন না যেতে শেষ-নিঃশ্বাস ফেল্লো মালতীর মা। এবারে হয়ত মালতীকে পাওয়া যেতে পারে এই মনে করে কুমীরের অশ্রু চোখে নিয়ে এগিয়ে এলো জনার্দ্দন সাহায্যের ছলনায়। এবারও মালতী তাকে বিমুখ ক'রলে। ইউসুফ আর অতুল ছাড়া আর কারুর সাহায্য সে নেবেনা, মায়ের শবদাহে।

মালতীর বাড়ী বাঁধা ছিলো জনার্দ্দনের কাছে। পাইক গিয়ে তাড়িয়ে দিলো তাকে। মালতী এসে উঠলো কামিনীর কাছে। কামিনীর কলঙ্কিত জীবনে এবার এলো স্নেহ আর ভালোবাসার প্লাবন। জনার্দ্দনকে আশ্চর্য্য ক'রে দিয়ে সে দুহাত আগ্‌লে দাঁড়ালো মালতীকে বাঁচাবার কঠিন প্রতিজ্ঞায়।

এমন সময় গাঁয়ের ছোট আকাশ দুর্য্যোগের ঘন-মেঘে গেলো ঢেকে। দুর্ভিক্ষের দারুণ দুর্দ্দিনে হতাশ্বাস গ্রামবাসী অতুলকে ডাক দিলো।

টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হলো অতুলের সহরবাসী জমীদারকাকা। টাকা পাওয়া গেলো, কিন্তু চাল পাওয়া গেলো না। গত দুর্ভিক্ষের দিনে মানুষের প্রাণের বিনিময়ে যারা স্বর্ণ সঞ্চয় করে ছিল, তাদেরই প্রতিনিধি জনার্দ্দন এবারেও টল্‌ল না। হুমকীর উত্তরে তার পাইক এবারে মাটিতে শুইয়ে দিলে অতুলকেই।

অন্ধকার ঘর, স্তিমিত প্রদীপ, লাঞ্ছিত, অপমানিত, অচৈতন্য অতুলের মুখে ও কার কথা? একি হার-না-মানা মানবাত্মার আশ্বাস-বাণী?—

"বীরের এ-রক্ত স্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
ধরার ধূলায় সে কি হবে হারা?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?"

পাশে বসে মালতী কার ব্যর্থ প্রত্যাশায়?—জানালায় ও কার ছায়া? মৃত বলে যার আশা এতদিন সকলেই দিয়েছিলো ছেড়ে, সেই জয়ন্ত কি ফিরে এলো আবার?—কিন্তু ওর চোখের দৃষ্টি এত হিংস্র কেনো? ওকি তবে ভুল বুঝলো অতুল আর মালতীকে? নাকি ওর পেছনেও আছে জনার্দ্দনের চক্রান্ত?

(১)

ছায়ায় ঘেরা সোনার গাঁয়ে জনম মোদের ভাই
গান গেয়ে যাই সকাল সাঁঝে
ভাবনা কিছুই নাই।
রৌদ্র ধারার আশীষ লয়ে
নামে ধরায় ফসল হয়ে
মাটির মায়ের কোমল স্নেহ
ধানের শীষে পাই
গোয়াল মোদের দুধে-ভরা
গোলায় ভরা ধান
দীঘি মোদের জলে ভরা
গাঁয়ে আছে প্রাণ
এই গাঁয়েরই বাতাস আলো
বাসি মোরা কতই ভাল
ধূলায় মোদের স্বর্ণপুরী
ধন্য মোরা তাই
— সুখময় ভট্টাচার্য্য

(২)

তুক করেছি পেতেছি ফাঁদ,
তাইত তুমি পড়লে ধরা
ওগো আমার সোনার চাঁদ।
মালতীঃ—দুষ্টু তুমি বেড়াও খুঁজি পালিয়ে যাবার
পথ বুঝি?
জয়ন্ত :—ওগো না, না, দিব্যি তোমার
আমার মনে নাই সে সাধ।
মালতী :—তবে কি গো বাঁধবে ঘর
দূর নিরালা পথের পর
জয়ন্ত :—আমি বাঁধব বাসা এইতো আশা,
বিধি যদি না সাধে বাদ,
দুজনে :—মোরা বাঁধব বাসা এইতো আশা
বিধি যদি না সাধে বাদ।
— ইন্দ্র সেন

(৩)

মনের মানুষ পরাণ চায় রে
নয়ন তারে কোথা পায় রে
চোখে চোখে কথা কয় সে
মোর কাছে নাহি আসে হায় রে
জানিনা চোখে তার কি আছে গুণ
চোখেতে চোখ দিয়ে জ্বালায় আগুন
পিয়াস জাগায় শুধু হায় রে
মনের মানুষ পরাণ চায় রে
নয়ন তারে কোথা পায় রে।
— সুখময় ভট্টাচার্য্য

(৪)

আমার জীবন কমল যায় ভেসে যায়
দুখের দরিয়ায়
ওঃ দুখের দরিয়ায়
আলোর কুমার কাহার লাগি,
কোন সুদূরে রইল জাগি?
তার নয়নে রং লেগেছে
কোন সে নয়ন তারায়
দুখের দরিয়ায়।
হৃদয় দলের দল যদি যায়
এমনি বৃথাই টুটে,
কুঁড়ির বাঁধন ভেঙ্গে কেন সে
উঠল তবে ফুটে?
লাগে না যে প্রেমের পূজায়
সে ফুল কেন ফোটে গো হায়,
যায় না পাওয়া যারে—
তারে মন কেন গো চায়
দুঃখের দরিয়ায়
— ইন্দ্র সেন

(৫)

স্বাধীনতা সংগ্রামে সৈনিক এস আজ,
কর আজ জীবনের জয়গান!
বন্ধন কর ক্ষয়, হবে জয়, হবে জয়
মুক্ত যে হবে সাত কোটি প্রাণ,
কর আজ জীবনের জয়গান!
স্বাধীনতা সব সেরা এ দেশের দাবী হোক,
দাবী হোক সন্তান একই মা'র—'
সেনানীর জাত নাই, লয় নাই, ক্ষয় নাই
লঙ্ঘিতে দুঃখের পারাবার,
দুঃখিনী মাটি-মার ঘুচাইয়া বন্ধন
কর কর দুঃখের অবসান।
স্বাধীনতা সংগ্রামে সৈনিক এস আজ
কর আজ জীবনের জয়গান।

—দেবনারায়ণ গুপ্ত

মডার্ণ এডভার্টাইজিং চেম্বার্সের তরফ হইতে শ্রীদীপ্তেন্দ্র সান্ন্যাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ৮৬নং, বৌবাজার ষ্ট্রীট, জুভেনাইল আর্ট প্রেস কলিকাতা হইতে জি, সি, রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।